হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ

<u>বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম</u>

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।
[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

HIZB-UT-TAHRIR

নং: ০১/০৫০২১০

১৯ সফর **১৪৩১ হিজরী**

০৫ ফেব্রুয়ারী, **২০১০ ইং**

<u>প্রেস বিজ্ঞপ্তি</u>

শেখ হাসিনা ও তার সরকারের অপসারণ এবং খিলাফত রাষ্ট্র পূণঃপ্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে আজ প্রায় ১ লক্ষ লিফলেট বিতরণ করেছে *হিযবুত তাহ্‌রীর*

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ, আজ শেখ হাসিনা ও তার সরকারের অপসারণ এবং খিলাফত রাষ্ট্র পূণঃপ্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে একটি লিফলেট প্রকাশ করেছে। উক্ত লিফলেটের শিরোনাম হল ঃ **" ভারত-মার্কিনের দালাল, পিলখানা হত্যাকান্ডের সহযোগী শেখ হাসিনা ও তার সরকারকে অপসারণ করে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করুন"** । ***হিযবুত তাহ্‌রীর -*** এর সদস্য ও কর্মীবৃন্দ ঢাকা সহ সমস্ত দেশব্যাপী প্রায় ১ লক্ষ লিফলেট বিতরণ করেছে। দলের পক্ষ থেকে উক্ত লিফলেটে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের বিডিআর ও সেনাবাহিনীকে দূর্বল করার লক্ষ্যে, ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিডিআর সদর দপ্তরে সংঘটিত সেনা অফিসারদের নৃশংস হত্যাকান্ডে মুশরিক রাষ্ট্র ভারতের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সাথে শেখ হাসিনার সরকার হাত মিলিয়েছিল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরপরই তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সন্তুষ্টি অর্জনেই এই সরকার বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এইসব জঘণ্য কর্মকান্ড সম্পাদন করেছে। তাদের ফাঁকা প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর দীর্ঘ একবছর পার হয়ে গেলেও, সরকার এখন পর্যন্ত নৃশংস এ ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ কোন তদন্ত করতে এবং প্রকৃত হত্যাকারীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে ব্যর্থ হয়েছে।

লিফলেটে আরো বলা হয়েছে, সরকার তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভু - যারা তাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে, তাদের কাছে কৃত ওয়াদাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যা যা করা দরকার তাই করছে। একদিকে তারা মুসলিম উম্মাহ্‌'র বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণাকারী যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষা করছে। আর অপরদিকে, তারা মুশরিক শত্রুরাষ্ট্র ভারতের সাথে বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যাকে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। বর্তমান কুফর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহ্‌'কে এরকম বিশ্বাসঘাতক নেতার চাইতে আর ভাল কিছুই উপহার দেবে না। সেটা আওয়ামী লীগের পক্ষ হতেও নয়, কিংবা বিএনপি'র পক্ষ হতেও নয়, যারা তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী প্রদানের ক্ষেত্রেও তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে। প্রকৃত অর্থে, ২০০৯ সালে এই কুফর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনেই বাংলাদেশ পৃথিবীর ২০টি ভয়াবহ দূর্বল ও ভঙ্গুর রাষ্ট্রের মধ্যে একটি হবার খেতাব অর্জন করেছে। বস্তুতঃ শুধু খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থাই মুশরিক ও কাফের সাম্রাজ্যবাদীদের চ্যালেঞ্জ করার মতো বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ও অকুতোভয় নেতা তৈরী করতে পারে।

উক্ত লিফলেটে ***হিযবুত তাহ্‌রীর -*** এর পক্ষ থেকে ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলা হয়েছেঃ

হে ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ!

হে খালিদ বিন ওয়ালিদ, মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং বখতিয়ার খিলজীর উত্তরসূরীগণ!

এক বছর আগে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯, হিযবুত তাহ্‌রীর, আমাদের মেধাবী সেনা অফিসারদের হত্যাকান্ডে ভারতীয় ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সহযোগী ক্ষমতাসীন সরকারের মুখোশ উন্মোচন করে একটি লিফলেট প্রকাশ করেছিল। পরিণামে, বিশ্বাসঘাতক এই

সরকার হিযবুত তাহ্‌রীর-এর ৩০ জনেরও বেশী নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে এর জবাব দিয়েছিল। পরবর্তীতে, তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের নির্দেশেই এ সরকার হিযবুত তাহ্‌রীরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

১. এখন আমরা আবারও দেশের ভয়াবহ এই ক্রান্তিলগ্নে আপনাদেরকে পথনির্দেশনা দেবার লক্ষ্যে এই লিফলেট প্রকাশ করছি, যখন শেখ হাসিনার বিশ্বাসঘাতকতার ফলশ্রুতিতে সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিক শক্তি এদেশের মুসলিমদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। বস্তুতঃ শেখ হাসিনা এ দেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তার পূর্বে ক্ষমতাসীন শাসকবর্গের পদচিহ্নই অনুসরণ করছে। মার্কিন-বৃটিশ-ভারতীয় চক্র মুসলিমদের প্রকাশ্য শত্রু। সুতরাং, আপনারা তাদের মিষ্টি কথা ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত হবেন না।

   *"না আহলে কিতাবের [ইহুদী ও খ্রিষ্টান] মধ্য হতে যারা কুফরী করেছে, আর **না** মুশরিকদের মধ্য হতে কেউ এটা পছন্দ করে যে, তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ হতে কোন কল্যাণ অবতীর্ণ। কিন্তু, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে তার স্বীয় অনুগ্রহের জন্য মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন সকল অনুগ্রহের মালিক।" [সুরা বাকারাহঃ ১০৫]*

২. বর্তমান সরকারের এ দাসত্বমূলক নতজানু নীতি হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে জঘণ্য অপরাধ। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নাযিলকৃত আয়াত অনুযায়ী এ সকল শাসকগোষ্ঠী হল মুনাফিক।

   "মুনাফিকদের যন্ত্রনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও, যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফেরদের তাদের আউলিয়া [রক্ষাকর্তা, সাহায্যকারী কিংবা বন্ধু] হিসাবে গ্রহণ করেছে; তারা কি তাদের কাছে সম্মান, মর্যাদা ও কর্তৃত্ব অন্বেষণ করে? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ই তো সম্মান, মর্যাদা ও কর্তৃত্বের অধিকারী।" [সুরা নিসা ঃ ১৩৮-১৩৯]

৩. বর্তমান সরকারকে অপসারণে আপনারা হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশকে সহায়তা (নুসরাহ্) প্রদান করুন এবং খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করুন। আপনারা সা'দ ইবন মু'য়াজ [রাঃ] এর মতো ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ করুন, যিনি ছিলেন আনসারদের নেতা ও জেনারেল; যিনি মদীনার কুফর শাসনব্যবস্থাকে অপসারণ করার লক্ষ্যে রাসুল(সাঃ)কে সহায়তা (নুসরাহ্) প্রদান করেছিলেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আপনারা তার মহিমান্বিত মৃত্যু থেকে প্রেরণা লাভ করুন; যার মৃত্যুর পর আল্লাহ্'র রাসুল(সাঃ) বলেছিলেন, **"তিনিই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যার মৃত্যুতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং হেসেছেন, আর আরশ প্রকম্পিত হয়েছে।"**

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়

উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

উলাই'য়াহ্ ঃ হিযবুত তাহ্‌রীর যে সকল দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে, প্রতিটি দেশেই একটি নির্বাচিত সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কমিটি গঠন করা হয়, যাকে উলাই'য়াহ্ বলা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশেও প্রথমবারের মতো একটি নির্বাচনের মাধ্যমে উলাই'য়াহ্ কমিটি গঠন করা হয়েছে।